On the occasion of Annual Award Ceremony 2022

Respected Shri Bratya Basu, Honorable Minister in Charge, Department of Higher Education and School Education Department, Government of West Bengal, Chairman Prof. Amitava Roy Chaudhuri, esteemed members of the governing body of the institute, our Scholars and Awardees, Parents and Teachers, my colleagues and Well Wishers; I bring to you the greetings of the entire JBNSTS family which has ascended to its 63rd year of existence. This year, we are deeply grateful for the presence of Shri Bratya Basu, Honorable Minister in Charge, for gracing the occasion. Sir, your inspiring presence in the midst of all of us shall motivate our young scholars to walk the path of science with vigor and confidence. Dear awardees, I am certain that not only will you attain professional excellence in your academic career but also enrich the global science fraternity through innovation, invention and exploration of science which will open up vast horizons for all of you that had hitherto remained unexplored.

আমি উপস্থিত সকলকে সুস্বাগতম জানাই | আমি সাদর অভ্যার্থনা জানাই মাননীয় শ্রী ব্রাত্য বসুকে - তিনি আমাদের এই অনুষ্ঠানে পদার্পন করেছেন - আমাদের উৎসাহ এবং আনন্দ

অনেকগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি অভিনন্দন জানাই আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের, তারা JBNSTS মেধা অন্বেষণ পরীক্ষায় কৃতি হয়েছে। তাই আজকের দিনটি JBNSTS এর পক্ষ থেকে আমি তাদের জন্যই উপহার দিতে চাই।

আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জীর উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় বিগত সাত বছরে এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান যে উন্নত রূপরেখায় নিজেকে মেলে ধরেছে, তা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীর গর্ব। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমাদের নেই - ২০১৫ সালে JBNSTS পরিদর্শন করে তিনি আমাদের কর্মকাণ্ডকে অনেক বিস্তৃত করেছেন। আমরা সকলেই কঠোর পরিশ্রম করছি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যাশা পূরণের জন্য. আমাদের সঙ্গে আজ রয়েছেন শ্রী ব্রাত্য বসু, যিনি বাংলা সাহিত্য, শিল্প এবং নাটকের আঙ্গিনায় প্রথিতযশ ব্যক্তিত্ব, তাঁর কৃতিত্বের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত হবে, যে তিনি তার ব্যস্ত দিনের মাঝে তোমাদের জন্য আন্তরিক ভালোবাসা নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁর উপস্থিতি আমাদের অনুষ্ঠানকে অন্য এক মাত্রা দিয়েছে।

মঞ্চে রয়েছেন প্রথিতযশ বিজ্ঞানী শ্রী সুমন চক্রবর্তী। তাঁর জীবনের গবেষণা সর্বদাই নতুন challenge নিয়ে ছুটে চলে। Mechanical Engineering এর ছাত্র সুমন চক্রবর্তীকে ভারতবর্ষের health care চিরদিন মনে রাখবে - প্রতিনিয়ত যে গবেষণা তিনি করে চলেছেন আপামর সাধারণ মানুষের জীবনে বিজ্ঞানকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য Bhatnagar Award ও Infosys পুরস্কার এবং আরো নানা সন্মান তাঁর মুকুটে। আমি স্বপ্ন দেখি তোমরাও তাঁর মতো বিজ্ঞানী হও যিনি বিষয়ের বেড়াজালে আটকে না থেকে সত্যিই বিশ্ব বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করছেন।

এই বছরে আমরা ৫৯ জন সিনিয়র স্কলার (Senior Scholar), ৫০ জন বিজ্ঞানী কন্যা , ২০২ জন জুনিয়র স্কলার (Junior Scholar), ৫১ জন জুনিয়র বিজ্ঞানী কন্যা মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। আমাদের এই নবাগত ছাত্রছাত্রীরা JBNSTS পরিবারের নতুন সদস্য। আমি বিশ্বাস করি, তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ ও গবেষণায় যেমন নিজেদের প্রতিভাকে বিচ্ছুরিত করবে, তেমনি সামাজিক অবদানে নিজেদের স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথায়, "মনুষ্যতের শিক্ষাটাই চরম শিক্ষা, আর সমস্ত তাঁর অধীন।" তাই শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের আলোয় তোমরা চারিদিক উদ্ভাসিত করো - জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে বিজ্ঞানের পরশমনি ছোঁয়াও সমাজের প্রতিটি কোনে।

আগামীদিনের ভারতবর্ষের এক বড় challenge STEM education, যেখানে ছাত্রছাত্রীদের Science, Technology, Engineering and Mathematics এ, অংশগ্রহণ সামগ্রিকভাবে দেশের অগ্রগতিকে তরান্বিত করতে পারে। এটা নিঃসন্দেহে চিন্তার বিষয়, ভারতবর্ষের মাত্র ১৪% ছাত্রীরা বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও চিকিৎসকে পরিণত হয়। তাই ছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় আ-রা বেশী করে আকৃষ্ট করার জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী বিজ্ঞানী কন্যা মেধা বৃত্তির সূচনা করেন। এই মেধাবৃত্তি নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা, আজ হয়তো এর গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যাচ্ছে না, কিন্তু এর মূল্যায়ন একদিন হবেই। বর্তমানে আমরা ৫০ জন জুনিয়র বিজ্ঞানী কন্যা মেধা ও ৫০ জন

সিনিয়র বিজ্ঞানী কন্যাকে পুরস্কৃত করি যথাক্রমে দশম শ্রেণী ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার পর মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার মাধ্যমে ।

সমগ্র পৃথিবী আজ জলবায়ু পরিবর্তনে কঠিন challenge এর সম্মুখীন। পরিশুদ্ধ পানীয় জল, পুর্ননবীকরণ যোগ্য নতুন শক্তির অনুসন্ধান, জীববৈচিত্র হারিয়ে যাওয়ার সংকট, ক্রমাগত নতুন ভাইরাস, ব্যাক্টিরিয়ার আবির্ভাব এমন আরো অনেক সমস্যায় আমরা বিব্রত - আমি বিশ্বাস রাখি আমাদের কৃতি ছাত্রছাত্রীরা এইসব সমস্যা সমাধানে তাদের innovation, invention and exploration ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করতে পারবো |

গত ২০২২ সাল থেকে JBNSTS এর কর্মসূচিতে যুক্ত হ-য়-ছ বিদ্যাসাগর সা-য়ন্স অলিম্পিয়াড (Vidyasagar Science Olympiad)। ব্লক স্তর, জেলা স্তর এবং রাজ্যস্ত-র তিন ধাপ পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে নবম শ্রেণীতে পড়া প্রথম ১০০ জন ছাত্রছাত্রীকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তাদেরকে মাসে ১০০০ টাকা করে নবম ও দশম শ্রেণীতে বৃত্তি এবং বছরে ২৫০০ টাকা Book Grant প্রদান করা হবে । এছাড়াও তাদেরকে জাতীয়স্তরের Olympiad এ অংশগ্রহণ করার জন্য তৈরী করা হবে | এর সঙ্গে ব্লক ও জেলাস্তরের কৃতি ছাত্রছাত্রীদের জন্যও পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। এই প্রয়াসের মূল লক্ষ্য স্কুল স্তর থেকেই ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা, বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সমস্যাগুলিকে নিয়ে ওদের মনকে ভাবিয়ে তোলা। আমরা বিশ্বাস করি, এই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের স্কুলশিক্ষায় সামগ্রিক ভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার চেতনার জগতে পরিবর্তন আসবে। এই কাজে স্কুল শিক্ষা দপ্তর আর্থিক সহায়তা এবং প্রতিমুহূর্তে তাদের সক্রিয় সহযোগিতা দিয়ে যে সেতুবন্ধ রচনা করেছেন তাতে আমরা অভিভূত।

এরপর নিঃসন্দেহে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রথাগত শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে সমস্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক, Primary, Upper Primary, Secondary, Higher Secondary, শিশু শিক্ষাকেন্দ্র এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকশিক্ষিকাদের জন্য Orientation এবং training কর্মসূচি - আমাদের আরো একটি সামাজিক পদক্ষেপ । এই কর্মসূচিতে স্কুল শিক্ষা দপ্তর এবং সমগ্র শিক্ষা মিশন নিরন্তর আমাদের সহযোগী । এছাড়াও উল্লেখ্য আমাদের নিয়মিত কর্মসূচি হিসাবে রয়েছে West Bengal District Scheme, Science Teachers' Training Program, Talent Enrichment Program, Biotechnology training for high school students ইত্যাদি।

বিগত ২০১৫ সালে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আমাদের প্রতিষ্ঠানে একটি Innovation Centre for Young Talents for District students তৈরী করতে পরামর্শ দেন । অতি সম্প্রতি HRBC (Hooghly River Bridge Construction) সেই Annex Building টির নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করেছেন । আমরা আশা রাখি, ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষার উপ-যাগী পরীক্ষাগার তৈরী ক-র

আমরা তাদের সামগ্রিক বিকাশ ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচর্য্যা রতে পারবো। আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত যে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের আর্থিক সহায়তা ও সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা আমাদের পাথেয় । Department of Science & Technology and Biotechnology র আর্থিক আনুকূল্যে আমা-দর সমস্ত মেধাঅন্বেষণ এর বৃত্তি প্রদান করা হয় । Science Teachers Training program এবং Biotechnology training program ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি দপ্তরের আনুকূল্যে ।

আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষের উদ্দেশ্যে । Honorable Vice Chanceller Prof. Anuradha Lohia এবং পুরো প্রেসিডেন্সি University Team যেভাবে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের জন্য তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাতে আমরা আপ্লুত ।

আমি অবশ্যই উল্লেখ করবো JBNSTS এর মূল্যবান সহকর্মীদের কথা | ছুটির দিন নির্বিশেষে আমার সহকর্মীরা আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে যে আন্তরিক প্রয়াসে প্রতিটি কর্মসূচিকে সাফল্যমন্ডিত করে, তা অভাবনীয় | এরকম উদ্যমী কর্মশক্তিকে নিয়ে রাজ্য সরকারের দেওয়া যেকোনো দায়িত্বকে সম্পাদন করা তাই আমাদের জন্য আনন্দময় | পরিশেষে, আমি আরো একবার উষ্ণ অভিনন্দন জানাই আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের - তারা পুরস্কার প্রাপক, অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা দুর্গমপথ ভেঙে তারা এখানে এসেছে, তাদের কৃতিত্ব | আমি সাদর অভ্যর্থনা জানাই তাদের বাবা-মা, শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং পরিবারকে যাদের সবার প্রচেষ্টায় একটি একটি করে মেধাবী ছাত্রছাত্রী গড়ে ওঠে| আজ থেকে আপনারা সবাই আমাদের JBNSTS পরিবারের সদস্য হলেন |

একটি প্রদীপ তখনই অন্য প্রদীপ জ্বালাতে পারে, যখন সে নিজের শিখায় জ্বলতে পারে . এই প্রার্থনা করি - তোমরা আত্মপ্রতয়ে বলিয়ান হও, স্বামী বিবেকানন্দের কথায় বলি , "Never Say 'NO', Never Say 'I Cannot', for you are infinite. All the power is within you, you can do anything."